نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর ঐশী প্রেমের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর খোদাপ্রেমের অগণিত ঘটনা রয়েছে, বরং তাঁর প্রতিটি কর্ম ও কথা এ বিষয়টিই সাব্যস্ত করে যে, তাঁর হৃদয় সর্বদা খোদার প্রেমে বিভোর থাকত। যেমন উহুদের যুদ্ধের একটি দৃশ্যপট যেখানে আল্লাহ্‌র প্রেমে তাঁর ব্যাকুলতার এক অদ্ভুত ও অনন্য দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

হযরত বারাআ (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমরা মুশরিকদের মুখোমুখি হলাম। মহানবী (সা.) তীরন্দাজদের একটি দল নিযুক্ত করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে তাদের আমির বানিয়ে এই নসিহত করলেন যে, যদি তোমরা দেখ আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছি, তবুও তোমরা নিজের জায়গা ছাড়বে না। আর যদি দেখ তারা আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তবুও আমাদের সাহায্যে আসবে না।' অর্থাৎ জয় বা পরাজয় যে অবস্থাই হোক, তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন শত্রুসেনারা পলায়ন করল; এমনকি আমি মুশরিক নারীদেরও পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে দেখলাম। (এ অবস্থা দেখে) মুসলমানরা বলতে শুরু করল 'গণিমতের মাল! গণিমতের মাল!' হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) তাদের বাধা দিলেন এবং বললেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে নসিহত করেছিলেন তোমরা তোমাদের জায়গা ছাড়বে না। কিন্তু যখন মুসলমানরা সেই গিরিপথ ছেড়ে গণিমতের মালের দিকে চলে এলো, তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং শত্রুরা পুনরায় আক্রমণ করল। ফলে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় মহানবী (সা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তখন আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে চড়ে চিৎকার করে বলল 'তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছে?' মহানবী (সা.) বললেন: 'জবাব দিও না।' সে পুনরায় বলল 'তোমাদের মাঝে কি ইবনে আবি কাহাফা (আবু বকর রা.) আছে?' তিনি (সা.) বললেন: 'জবাব দিও না।' এরপর সে বলল,'তোমাদের মাঝে কি উমর ইবনুল খাত্তাব আছে?' কোনো উত্তর না আসায় আবু সুফিয়ান বলল 'এরা সবাই নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত।'

হযরত উমর (রা.) নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না এবং চিৎকার করে বললেন, 'ওরে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুই মিথ্যা বলছিস। আল্লাহ্ তাকে জীবিত রেখেছেন যে তোকে লাঞ্ছিত করবে।' তখন আবু সুফিয়ান স্লোগান দিল, 'হুবল-এর জয় হোক!'

যখন সে এটি বলল, তখন মহানবী (সা.) অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং বললেন,'তোমরা এর উত্তর দাও।' সাহাবীগণ আরজ করলেন 'আমরা কী উত্তর দেব?' তিনি (সা.) বললেন, **তোমরা বলো- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপরাক্রমশালী**। আবু সুফিয়ান বলল 'আমাদের জন্য উযযা (মূর্তি) আছে, কিন্তু তোমাদের কোনো উযযা নেই।' নবী করীম (সা.) বললেন 'এর উত্তর দাও।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন 'কী বলব?' তিনি বললেন, বল: **আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী, কিন্তু তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই**।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে শির্ককে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিতেন না। হুযূর (আই.) আরও বলেন: তাঁর সর্বদা এই দুশ্চিন্তা ছিল যে, মানুষ যেন তাঁর কবরকে পূজার স্থানে পরিণত না করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ এর বিপরীত কাজ হচ্ছে। মুসলমানরা পীর-ফকিরদের কবরে গিয়ে পূজা করছে এবং সেজদা করছে।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মৃত্যু-পূববর্তী মুহূর্তেও তাঁর উম্মতকে সাবধান করে বলেছেন, **আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি, যারা নিজেদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে**। তিনি যদি একথা না বলতেন, হয়ত তাঁর কবরকেও এরূপ সিজদার স্থান বানানো হতো, কিন্তু তাঁর কবরকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন: বর্তমানে সেখানকার (সৌদি আরব) প্রশাসন মহানবী (সা.)-এর সমাধির চারপাশে যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছে; বেষ্টনী ও দেয়াল রয়েছে যাতে কোনো প্রকার শির্ক প্রকাশ না পায়। এই কাজটি অন্তত তারা ভালো করেছে।

অতঃপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের বর্ণনায় একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হযরত আবি বিন কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিল 'আপনার রবের পরিচয় আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।' এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তা'লা নাযিল করেন: 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ...' অর্থাৎ বল, **আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভরস্থল। যিনি কাউকে জন্মও দেন নি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। কোনো বস্তু বা প্রাণী সৃষ্টি হলে সেটি আবশ্যিকভাবে মারা যাবে আর যে মারা যাবে তার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা মৃত্যুবরণ করবেন না আর তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীও নেই। তাঁর কোনো অংশীদার বা সমকক্ষও নেই**।

হযরত যায়েদ বিন খালেদ যুহনী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার যে রাতে বৃষ্টি হয় সেদিন ফজরের নামায পড়ার পর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, **তোমরা কি জানো, আল্লাহ্ কী বলেছেন? তিনি বলেন, আমার বান্দাদের মাঝে কিছু লোক আমার প্রতি ঈমান আনা অবস্থায় আর কিছু লোক অস্বীকার**

করা অবস্থায় প্রভাতে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ, যারা এ কথা বলেছে যে, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কৃপায় বৃষ্টি হয়েছে তারা ঈমান আনয়নকারী। আর যারা এ কথা বলেছে যে, তারকা ও নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা অস্বীকারকারী।

হুযূর (আই.) বলেন: হযরত মাহমুদ বিন লাবীব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন **'তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটিকে ভয় পাই, তা হলো শির্‌ক-এ-আসগর (নিম্নমানের শির্‌ক)।' সাহাবীগণ আরজ করলেন 'নিম্নমানের শির্‌ক কী?' তিনি (সা.) উত্তর দিলেন 'তা হলো রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শন।'** সুতরাং, আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। পরকালে কোনো জাগতিক উপায়-অবলম্বন আমাদের কাজে আসবে না। কেবল মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যই এমন পথ, যা আল্লাহ্‌তা'লা পছন্দ করেন।

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.) বলেন: রসূলে করীম (সা.)-কে দেখুন, তাঁর মারেফাত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) কত গভীর ছিল! তিনি কতটা সতর্ক ছিলেন এবং কীভাবে আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করতেন! সমস্ত মানুষের চেয়ে নিখুঁত হওয়া এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। তিনি পুণ্যকর্মের ওপর পুণ্যকর্ম করে যেতেন এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর আমল সম্পাদন করতেন। কোনো মন্দের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি মন্দের সামান্যতম চিহ্নও তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং তাঁর প্রতাপকে অত্যন্ত ভয় করতেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ্‌ তা'লার মহিমা ও প্রতাপের দিকে তাকাতেন, তখন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের সমস্ত নেক আমল থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যেতেন এবং ইস্তিগফার ও তওবা করতেন। **তাঁর ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পবিত্র জিহ্বা সর্বদা খোদার স্মরণে সিক্ত থাকত।**

হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **চারটি বাক্য সমস্ত কথার মাঝে উত্তম। যদি এগুলোর মাধ্যমে তুমি কাজ শুরু করো তাহলে তা সর্বোত্তম এবং কল্যাণকর হবে। সেগুলো হলো, সুবহানাল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আল্লাহু আকবর।** তাই এ বাক্যগুলো সর্বদা স্মরণ রাখুন, যদি এগুলোকে রপ্ত করতে পারেন তাহলে কল্যাণই কল্যাণ।

হযরত আবু বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সামনে যখনই কোনো আনন্দের সংবাদ আসত, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্‌র জিকির বা স্মরণ অপেক্ষা অন্য কোনো বিষয় মানুষকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক মুক্তিদানকারী নেই।**

হযরত আয়েশা (রা.) অন্য এক স্থানে বর্ণনা করেন: "আমার ওপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি হলো, মহানবী (সা.) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুক ও কণ্ঠদেশের মাঝে (মাথা রাখা অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এটিও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তাঁর ওফাতের সময় আল্লাহ্‌ আমার লালা ও তাঁর পবিত্র লালাকে একত্রিত করেছেন। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল যে, (আমার ভাই) আবদুর রহমান আমার কাছে এলো, তার হাতে একটি মিসওয়াক ছিল। তখন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে হেলান দিয়ে ধরে রেখেছিলাম। আমি দেখলাম তিনি মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক পছন্দ করেন। আমি আরজ করলাম, 'আমি কি এটি আপনার জন্য নেব?' তিনি মাথা নেড়ে

সম্মতি দিলেন। আমি সেটি তাঁকে দিলাম কিন্তু মিসওয়াকটি শক্ত ছিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি এটি আপনার জন্য (চিবিয়ে) নরম করে দেব?' তিনি পুনরায় ইশারায় সম্মতি দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে পানির একটি পাত্র ছিল। তিনি বারবার পানিতে হাত ডুবিয়ে স্বীয় পবিত্র চেহারায় মুছছিলেন এবং বলছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা অত্যন্ত কঠিন।' এরপর তিনি নিজের হাত উত্তোলন করে বলতে লাগলেন 'আর-রাফীকুল আ'লা' (অর্থাৎ আমি মহান বন্ধুর সান্নিধ্য চাই), এভাবে তাঁর ওফাত হলো এবং হাতটি হেলে পড়ল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: "আল্লাহ্তা'লা শেষ মুহূর্তে মহানবী (সা.)-কে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, যদি আপনি চান তবে দুনিয়াতে থাকতে পারেন, আর যদি চান তবে আমার কাছে চলে আসতে পারেন। তিনি (সা.) নিবেদন করেছিলেন, 'হে আমার রব! আমি এটাই চাই যে আমি আপনার কাছে চলে আসি।' আর শেষ মুহূর্তে যখন তাঁর পবিত্র প্রাণ দেহ ত্যাগ করছিল, তখন তাঁর মুখে এই কথাই ছিল 'আর-রাফীকুল আ'লা'। অর্থাৎ আমি এখন এই স্থানে থাকতে চাই না, আমি আমার খোদার কাছে যেতে চাই।"

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

30 January 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in